দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 MAR 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার মান

শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ভার্সিটি শিক্ষার মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীদের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, সরকার গণশিক্ষা বিপ্লব শুরু করবে।

আমাদের সমাজের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ যে শিক্ষার উন্নত মান ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাব ও সামগ্রিক শিক্ষা বিপর্যয় এতে সন্দেহ নেই। উন্নত মান ও উৎকর্ষের অভাব ছাড়াও শিক্ষার সর্বস্তরে দারুণ বিশৃংখলা বিরাজ করছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে গত বিশ বছরে শিক্ষার বিস্তার যেমন প্রত্যাশিতরূপে লক্ষ্যণীয় হয়নি, তেমনি শিক্ষার মানও উন্নত হয়নি। বরং সর্বস্তরে শিক্ষার মান পড়ে গেছে এমন অভিযোগই পাওয়া যায়। এর যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। গত বিশ বছরে শিক্ষাঙ্গনে যে ঢালাও নকল ব্যবস্থা চালু হয়েছে তার ফলে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ছাত্র–ছাত্রীদের ওপর আস্থা রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে। সত্যি বলতে কি, এই সময়ে বিদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত ডিগ্রীকে স্বীকৃতি পর্যন্ত দিচ্ছে না। অথচ অতীতে এই স্বীকৃতি পাওয়া যেত। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অধোগতি ঘটেছে এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অবশ্যই গৌরবের নয়। বস্তুত শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান ও মৌলিকত্ব দেশের জন্য মর্যাদা বয়ে আনে। দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষার মান, গুণগত উৎকর্ষ ও সার্বিক চারিত্রের ওপর। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু নকলই যে, একমাত্র উৎপাতের ও অধোগতির কারণ তাও বলা যাবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, সেশনজট, হট্টগোল, অস্ত্রবাজি হরেক রকম বিশৃংখলা আছে। প্রতিবছর ভর্তির সময় সীটের অভাব টের পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমরা শিক্ষা বিস্তারের কথা বললেও এখানে শিক্ষা বিস্তারের পথ সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। ইচ্ছা অথবা যোগ্যতা থাকলেও অনেকে উচ্চশিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষারও সুযোগ পায় না।

আসলে বাস্তব অবস্থা হলো, নানা কারণে শিক্ষা অঙ্গনে পাহাড় সমান সমস্যা জমে উঠেছে। নতুন সরকারকে সমস্যাগুলি বিন্যস্ত করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য আছে, অন্যদিকে সরকারের অর্থনৈতিক সঙ্গতিও সীমিত। দারিদ্র্য শিক্ষার বিকাশের পথে বড় বাধা। আবার শিক্ষাকে বাদ দিয়ে দারিদ্র্য দূর করাও সম্ভব নয়। সরকারকে তাই খুব হিসাব করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা আছে। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি সবই চাহিদার তুলনায় কম। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থ তো শুধু দালান–কোঠা নয়। সত্যিকার অর্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা ও শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষক, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরীসহ অনেক কিছুই প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশী যা দরকার সে হল নিয়মিত ক্লাস হবার নিশ্চয়তা এবং শিক্ষার নির্দিষ্ট মান রক্ষা।

নির্বাচিত সরকার শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন এটা আনন্দের কথা। আমরা আশা করব, শিক্ষাঙ্গনের প্রকৃত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তার সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে। অতঃপর শিক্ষার মান উন্নয়নের পথে বাধাও দূর হবে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি জাতীয় স্বার্থেই অত্যাবশ্যক।